হোমিওপ্যাথিতে

নখ দেখে চিকিৎসা

[Treatment of nail symptoms in homoeopathy]

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচীপত্র

১	Acid-Floric (এসিড ফ্লোর)	১৭
২	Acid-Muriaticum (এসিড মিউরিকাম)	১৭
৩	Acid-Niticum (এসিড নাইট্রিকাম)	১৮
৪	Acid-Oxalicum (এসিড অক্সালিক)	১৮
৫	Acid-Phosphoricum (এসিড়-ফসফরিকাম)	১৯
৬	Acid-Sulphuricum (এসিড সালফ)	১৯
৭	Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	২০
৮	Aesculus Hippocastanum(ইস্কিউলাস হিপ)	২০
৯	Agaricus Muscarius (এগারিকাস মস্কোরিয়াস)	২১
১০	Alumina (এলুমিনা)	২১
১১	Ambra grisea (অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)	২২
১২	Ammonium-carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বো)	২২
১৩	Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	২৩
১৪	Antimonium-crudum (এন্টিম ক্রুড)	২৩
১৫	Apis-Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	২৪
১৬	Apocy-cannabinum (এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম)	২৪
১৭	Argentum-Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	২৫
১৮	Arnica-Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	২৫
১৯	Arsenicum-album (আর্সেনিক এল্বাম)	২৬
২০	Asafoetida (এসাফিটিডা)	২৬
২১	Aurum-metallicum (অরাম মেটালিকাম)	২৭
২২	Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বোনিকা)	২৭
২৩	Belladona (বেলেডোনা)	২৮
২৪	Borax (বোরাক্স)	২৮
২৫	Bovista (বোভিষ্টা)	২৮
২৬	Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়াএ্যাল্বম)	২৯
২৭	Cactus Grandi (ক্যাক্টাসগ্র্যান্ডি)	২৯
২৮	Calc- carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৩০

২৯	Camp-officinalis (ক্যাম্ফর অফিসিনেরাম)	৩০
৩০	Cantharis Versicatoria (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৩১
৩১	Carboneum-Sulpuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	৩১
৩২	Carboneum Vegetabilis (কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	৩২
৩৩	Castor-eque (ক্যাস্টার একুয়া)	৩২
৩৪	Causticum (কষ্টিকাম)	৩৩
৩৫	Chamomilla (ক্যামোমিলা)	৩৩
৩৬	Chelidonium majus (চেলিডোনিয়াম)	৩৩
৩৭	China (চায়না)	৩৪
৩৮	Chininum arsenicosum (চিনিনাম আর্সেনি কোসাম)	৩৪
৩৯	Chininum sulphuricum (চিনিনাম সালফ)	৩৫
৪০	Cicuta virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	৩৫
৪১	Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	৩৬
৪২	Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	৩৬
৪৩	Conium maculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	৩৭
৪৪	Crotalus-horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	৩৭
৪৫	Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	৩৮
৪৬	Digitalis purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	৩৮
৪৭	Diosma lincaris (ডায়োসমা লিঙ্কারিস)	৩৯
৪৮	Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা- রোটান্ডিফোলিয়া)	৩৯
৪৯	Eupatorium purpureum (ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম)	৪০
৫০	Ferrum-arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকাম)	৪০
৫১	Ferrum Metalicum (ফেরম মেটালিকাম)	৪১
৫২	Ferrum-phosporicum (ফেরাম ফসফরিকাম)	৪১
৫৩	Gelsemium Sempervirens (জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেন্স)	৪১
৫৪	Ginseng (জিনসেঙ্গ)	৪২
৫৫	Graphites (গ্রাফাইটিস)	৪২
৫৬	Hepar-sulphuris (হিপার সালফিউরিস)	৪৩
৫৭	Iodium (আয়োডিয়াম)	৪৩

৫৮	Ipecac (ইপিকাক)	৪৩
৫৯	Kali-arsenicosum (কেলি আর্স)	৪৪
৬০	Kali-Carbonicum (ক্যালি কার্বোনিকাম)	৪৪
৬১	Lachesis (ল্যাকেসিস)	৪৫
৬২	Leptandra Virginica (লেপ্টান্ড্রা ভার্জিনিকা)	৪৫
৬৩	Lithum-carbonicum (লিথিয়াম কার্বোনিকাম)	৪৫
৬৪	Lycopodium (লাইকোপডিয়াম)	৪৬
৬৫	Mancinella Venenata (ম্যানসিনেলা ভেননাটা)	৪৬
৬৬	Medorrhinum (মেডোরিনাম)	৪৭
৬৭	Merc-corrosivus (মার্ক-কর)	৪৭
৬৮	Mercurius vivus (M.S) (মার্ক-সল)	৪৮
৬৯	Merc-sulphuricus (মার্ক-সলিউবিলাস)	৪৮
৭০	Mezereum (মেজেরিয়াম)	৪৯
৭১	Morphinum salts (মর্ফিনাম সল্টস)	৪৯
৭২	Natrum-muriaticum (নেট্রাম মিউর)	৫০
৭৩	Nux-Vomica (নাক্স ভূমিকা)	৫০
৭৪	Opium (ওপিয়াম)	৫১
৭৫	Petroleum (পেট্রোলিয়াম)	৫১
৭৬	Phosphorus (ফসফরাস)	৫২
৭৭	Platinum metalicum (প্লাটিনাম মেটালিকাম)	৫২
৭৮	Psorinum (সোরিনাম)	৫৩
৭৯	Pulsatilla nigricans (পালসেটিলা নাইগ্রীকেন্স)	৫৩
৮০	Ranunculus bulbosus (র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস)	৫৩
৮১	Rhus-tox (রাসটক্স)	৫৪
৮২	Sabadilla officinalis (স্যাবাডিলা অফিসিন্যালিস)	৫৪
৮৩	Sambucus nigra (সামবিউকাস নায়গ্রা)	৫৫
৮৪	Sangunaria-canadensis (স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস)	৫৫
৮৫	Sarsaparilla officinalis (সার্সাপ্যারিলা অফিসিন্যালিস)	৫৬
৮৬	Secale cornutum (সিকেলকর)	৫৬

৮৭	Sepia officinalis (সিপিয়া অফিসিন্যালিস)	৫৭
৮৮	Silicea Terra (সাইলেসিয়া টেরা)	৫৭
৮৯	Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়াএনথেলমিয়া)	৫৮
৯০	Squila hispania or Scilla (সিলা বা স্কুইলা)	৫৮
৯১	Stannum met (স্ট্যানাম মেট)	৫৯
৯২	Stramonium (স্ট্রামোনিয়াম)	৫৯
৯৩	Sulphur (সালফার)	৬০
৯৪	Sumbulus moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	৬০
৯৫	Tarentula hispanica (ট্যারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	৬১
৯৬	Thuja Occ (থুজাঅক্সি)	৬২
৯৭	Tuberculinum Bovinum (টিউবারকুলিনাম বোভিনাম)	৬২
৯৮	Ustilago Maydis (অ্যাস্টিল্যাগো মেডিস)	৬৩
৯৯	Veratrum Album (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	৬৪
১০০	Zincum metallicum (জিঙ্কাম মেটালিকাম)	৬৪

নখ

মুখ দেখে মানুষ চেনা যাক বা না যাক, নখ কিন্তু বলে দেয় স্বাস্থ্যের সাতসতেরো। নখের সঙ্গেই জড়িয়ে স্বাস্থ্যের ভালমন্দের খুঁটিনাটি। নখ জিনিসটি বড় আজব। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ গুরুত্ব বোঝেন খুব কম মানুষই। নখের পরিচর্যায় ভালই সময় যায় সবার। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই! নখের আর কী কাজ? ভাবেননি নিশ্চই কোনও দিন। এবার ভাবুন। কারণ এই নখেই লুকিয়ে স্বাস্থ্যের ভালমন্দ।

নখের নিচের নরম ও সংবেদনশীল অংশকে রক্ষায় নখ সাহায্য করা ছাড়াও আরও বেশ কিছু কাজ করে। এক হিসেবে দেখা গেছে, হাত-পায়ের নখ প্রতিবছর গড়ে দুই ইঞ্চি করে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নখের বৃদ্ধিও তুলনামুলকভাবে কমে যায়। আবার পায়ের নখের চেয়ে হাতের নখ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

আপনার নখ ভাল করে খেয়াল করুন তো একবার? এরকম সাদা অর্ধচন্দ্র দেখতে পান? সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এটি দেখা যায় বুড়ো আঙুলের নখে। এই অর্ধচন্দ্রই আমাদের নখ ভাল রাখার জন্য সবচেয়ে জরুরি। নখের অর্ধচন্দ্রাকৃতি অংশটির পোশাকি নাম লুনুলা।

লুনুলা কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নখের বৃদ্ধি চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। লুনুলা বাস্তবে নখের অংশ মনে হলেও আসলে এর ওপর বসে থাকে নখ। কারোর লুনুলা খুব ছোট হলে সেই ব্যক্তি অ্যানিমিয়া বা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছেন। খুব বেশি হজমের সমস্যা হলেও ছোট হতে পারে লুনুলা। যাঁদের লুনুলা ছোট হয়, তারা অনেক বেশি ক্লান্ত বোধ করেন।

লুনুলা নীলচে হলে সেই ব্যক্তি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। হার্টের সমস্যা থাকতে পারে যদি লুনুলানখ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ।

আলফা-ক্যারোটিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় নখ, যার প্রধান কাজ নিচে থাকা ত্বককে সুরক্ষা দেওয়া। অনেক রোগের আভাস নখে ধরা পড়ে। এ জন্য চিকিৎসকেরা রোগী পরীক্ষার সময় প্রায়ই নখ দেখে থাকেন। নানা রোগে নখের রং, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। নখের এ ধরনের পরিবর্তনকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। লালচেও হয়।

সাধারণত আইভরি রঙের লুনুলা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এমনিতে দেখা যায়, নখের ছোটখাটো সমস্যাকে কেউ সেভাবে পাত্তাই দেন না। তবে ডাক্তাররাই কিন্তু বলছে, নখ হেলাফেলার জিনিস নয়। নখ হঠাৎ সবুজ হতে শুরু করলে বুঝতে হবে তা শরীরে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সঙ্কেত। নখ লাল হলে হার্টের ভালভে। ইনফেকশন হতে পারে। নখের রঙ নীলাভ হলে বুঝতে হবে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কম। পুরা সাদা নখ লিভারের রোগের আভাস দেয়। ফুসফুসের রোগের লক্ষণ হিসেবে নখ মোটা হয়ে যেতে পারে। নখ অতিরিক্ত মোটা হলে বুঝতে হবে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হচ্ছে। নখ ফেটে যাওয়া বা নখের ভিতর নখ হওয়ার মানে শরীরে ভিটামিন সি, ফলিক অ্যাসিড বা প্রটিনের মাত্রা কম।

নখের এমন একটি সমস্যা হলো সাদা গুটি বা মিল্ক স্পট। সাদা বাংলায় এটিই নখের ফুল। নখে সাদা দাগ দেখে অনেকে উদ্বিগ্ন হন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। আবার প্রচলিত ধারণা হলো, ক্যালসিয়ামের অভাবে নখে সাদা দাগ পড়ে।

অধিকাংশ সময়ে এই দাগের কারণ আঘাত। ক্রমাগত নখ দিয়ে টেবিলে আঁচড়ানো বা আওয়াজ করা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, নখ দিয়ে টিনের মুখ খোলা ইত্যাদি কারণে এটা হতে পারে। ম্যানিকিউর করার সময়ও এ ধরনের ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে ধারালো সরঞ্জাম দিয়ে ম্যানিকিউর করার সময় সতর্ক না থাকলে। খুব ঘন ঘন ম্যানিকিউরও নখের ক্ষতির কারণ হতে পারে। ম্যানিকিউরের জেল বা অ্যাক্রিলিক থেকে অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন হিসেবে এই দাগ হতে পারে।

নখ মৃত কোষ দিয়ে তৈরি হলেও এটি আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একজন ব্যক্তির নখ দেখেও তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। একজন রোগীর নখ অনুযায়ী মিলিয়ে নিন তার কেমন স্বভাব।

১. **পাতলা এবং লম্বা নখঃ** পাতলা এবং লম্বা নখের লোকেরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় না এবং এই প্রবণতার কারণে তাদের অনেক সময় ভুগতে হয়। এ ধরনের মানুষ মাদকে আসক্ত।

২. **ছোট নখঃ** ছোট নখের রোগীর তাদের জীবনসঙ্গীকে ইশারায় নাচায়। যদিও, তারা চরিত্রে ভাল, তবে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

৩. **শক্ত নখঃ** শক্ত নখের লোকেরা ঝগড়া প্রবণতার পাশাপাশি একগুঁয়েমিতে শক্তিশালী হয়। তারা যা সিদ্ধান্ত নেয়, তা করেই তারা দম নেয়। তারা সঠিক বা ভুল কিনা। তারা কোন কিছুর পরোয়া করে না।

৪. **প্রস্থের চেয়ে লম্বা নখঃ** যাদের নখ প্রস্থের চেয়ে লম্বা, তারাই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। তারা তাদের জীবনে অনেক উন্নতি করে। তারা তাদের দায়িত্ব খুব ভালো বোঝে এবং পালনও করে।

৫. **প্রথম আঙুলের নখে সাদা দাগঃ** প্রথম আঙুলের নখে সাদা দাগ থাকা ভালো বলে মনে করা হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আপনি যে কাজের পরিকল্পনা করেছেন তাতে আপনি সুবিধা পেতে চলেছেন। বুড়ো আঙুলের নখের সাদা দাগ প্রেমে সাফল্যের ইঙ্গিত দেয়, তবে কখনও কখনও এই সাদা দাগ অপবাদেরও লক্ষণ।

৬. **নখের মূলে চাঁদের মতো আকৃতিঃ** আপনার হাতের নখের মূলে যদি চাঁদের মতো আকৃতি থাকে তবে হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি, আপনি যন্ত্রপাতি থেকেও উপকৃত হবেন।

 # নখ পরিবর্তনের কারণঃ স্বাভাবিক নখ দেখতে একেক জনের একেক রকম হতে পারে। তবে নখের কোনো রোগ হলে নখের রং, পুরুত্ব ও বৃদ্ধির হার কিছুটা বদলে যায়। নখে আঘাত পেলে, শরীরের অন্য রোগ অথবা শারীরিক কোনো পরিবর্তন হলে নখে পরিবর্তন আসতে পারে।

সব পরিবর্তনই যে জটিল সমস্যা এমন নয়। অনেক সময় ছোটোখাটো কারণেও নখ পরিবর্তন হতে পারে। যা নখের যত্ন নিলেই ভালো হয়।

রোগীলিপিতে নখের যা জানবেন

ক. নখের প্রকৃতিঃ পক্ষীর নখের ন্যায় বক্র, বিকৃত নখ, পায়ের নখ বিকৃত, নখগুলো ঢেউ খেলানো, নখগুলো আড়াআড়ি ভাবে ঢেউ খেলানো, হাতের আঙ্গুলের নখ বক্র, ক্ষয় রোগের ফলে হাতের আঙ্গুলের নখ বক্র, পুরু নখ, পুরু হাতের আঙ্গুলের নখ, পুরু পায়ের আঙ্গুলের নখ, নখে ফাঁটা।

খ. নখের বর্ণঃ কালো, নখের চারদিকে কালো, নীলচে, নীলচে শীতাবস্থায়, নীলচে ঋতুস্রাব কালে, কালচে, বর্ণ বিকৃতি, দ্রুত বৃদ্ধি

পায়, বাড়তে চায় না, ধূসর বর্ণ, কৃষ্ণনীল বর্ণ, বেগুনি, লাল, লাল ও কালো, সাদা, হলুদ।

গ. নখ ভঙ্গুরঃ হাতের নখগুলো, পায়ের নখগুলো, টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

ঘ. নখ ফাটাঃ নখের চারধারের চর্ম ফাটা বা অমসৃণ, হাতের নখ।

ঙ. নখ শুষ্কতাঃ হাতের নখের চারদিকে, পায়ের নখে।

চ. নখেদাগঃ নখ দাগদাগযুক্ত, সাদা দাগ।

ছ. নখের রোগঃ নখের নিচে রক্ত জমে, নখকুনি, রক্ত চুয়ে পড়ে আঙ্গুলের নখ হতে, রক্ত চুয়ে পড়ে হাতের নখ হতে, পায়ের নখে ক্ষত, হাতের নখে ক্ষত।

জ. নখের একক লক্ষণ- নখগুলো আড়াআড়ি ভাবে ঢেউ খেলানো, নখের চারধারে কালো বর্ণের, নখের চারধারে চর্মে ফাটা বা অমসৃন, নখের নিচে রক্ত জমে, পক্ষীর নখের ন্যায় বক্র, হাতের আঙ্গুলের নখ বক্র, দ্রুত বৃদ্ধি পায়, বাড়তে চায় না, রক্ত চুয়ে পড়ে আঙ্গুলের নখ হতে, রক্ত চুয়ে পড়ে হাতের নখ হতে, লাল ও কালো।

 # নখের লক্ষণ মায়াজমের ভিত্তিতেঃ

১. সোরিক- নখের কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নেই। তবে নখে ময়লা থাকে।
২. সিফিলিটিক- নখ কাগজের মতো পাতলা, সহজেই ভেঙ্গে যায়।
৩. সাইকোটিক- নখ অসম, ফাটা ও বিবর্ণ। নখকুনি সুঁচ ফোটানো ব্যথা, আঙ্গুলহাড়া
৪. টিউবারকুলার- নখভঙ্গুর, ফাটা ও কোকড়ানো, নখের বিভিন্নস্থানে সাদা সাদা দাগ।

1. Acid-Floric
(এসিড ফ্লোর)

নখের অবস্থাঃ

★ প্রকৃতি- বিকৃত নখ, নখগুলি ঢেউ খেলান, দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

★ ভঙ্গুর- হাতের নখগুলি।

★ রোগ- পায়ের নখে ক্ষত।

★ একক লক্ষণ- দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ গরম কাতর ।

➢ স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকর ও দুর্গন্ধযুক্ত।

➢ সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য।

➢ প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা ব্যথা।

তাহলে এই ওষুধটি রোগীর যে কোন সমস্যার জন্য উপযোগী।

2. Acid-Muriaticum
(এসিড মিউরিকাম)

নখের অবস্থাঃ

★ বর্ণ- নীলচে।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ মুখে ঘা, ঘা কালো নীল। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর ক্ষত। জিহ্বা শুষ্ক চামড়ার ন্যায় ও ক্ষুদ্র।

➢ অর্শের বলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বাহ্যবলী। প্রস্রাব করার সময় মলদ্বার বের হয়ে পড়ে, চুলকায়।

➢ রোগী অত্যন্ত খিটখিটে ও বদরাগী। ডিফথিরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত দুর্বলতা।

➢ নাড়ী দুর্বল, ক্ষুদ্র ও দ্রুত, প্রতি তৃতীয় স্পন্দন লোপ।

তাহলে এই ওষুধটি রোগীর যে কোন সমস্যার জন্য উপযোগী।

3. Acid-Niticum
(এসিড নাইট্রিকাম)

নখের অবস্থাঃ

- ★ প্রকৃতি- হাতের আঙ্গুলের নখ বক্র।
- ★ বর্ণ- নীলচে, বর্ণ বিকৃতি, সাদা, হলুদ।
- ★ ভঙ্গুর- হাতের নখগুলি।
- ★ দাগ- নখ দাগ দাগযুক্ত, সাদা দাগ।
- ★ রোগ- পায়ের নখে ক্ষত।

এর সাথে যদি থাকে-

- ➢ স্রাবে দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রস্রাবে।
- ➢ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও চর্মের সন্ধিস্থলে ক্ষত বা ফেটে যাওয়া।
- ➢ কাটা ফোটার মতো ব্যথা।
- ➢ গাড়িতে চড়ে বেড়ালে উপশম, দুধে বৃদ্ধি।

তাহলে এই ওষুধটি রোগীর যে কোন সমস্যার জন্য উপযোগী।

4. Acid-Oxalicum
(এসিড অক্সালিক)

নখের অবস্থাঃ

- ★ বর্ণ- নীলচে, কালচে, কৃষ্ণনীলবর্ণ।

এর সাথে যদি থাকে-

- ➢ বেদনা নিবারক ঔষধ, আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা, কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ইহা ঘন ঘন আসে ও ছেড়ে যায়।
- ➢ রোগী বেজায় চটপটে, কোন বিষয় মনে হওয়া মাত্র উহা কার্যে পরিণত করে।
- ➢ পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। অন্ত্রে শূল বেদনা আহারের ২ ঘণ্টা পর।
- ➢ পেট ফুলে ওঠে, পেটের উপরের অংশে বেদনা বায়ু জমার ফলে।

তাহলে এই ওষুধটি রোগীর যে কোন সমস্যার জন্য উপযোগী।